দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০6 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভীতি

তথ্যটি ভীতিকরই বলিতে হইবে। নরসিংদীর বেলাব উপজেলার একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির ২৯১ জনের মধ্যে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী মাত্র একজন। আর ২৫৯ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর বিপরীতে বিজ্ঞানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র চারজন। পরিসংখ্যানটি চলতি বৎসরের। তবে অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, গত এক যুগে সংখ্যাটি কখনোই দুই অঙ্ক অতিক্রম করে নাই। উপজেলার অন্যান্য কলেজের চিত্র ভিন্ন হইলে ইহাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু সেই উপায়ও নাই। উপজেলার পাঁচটি কলেজের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা একাদশ শ্রেণিতে ৮০ আর স্নাতকে মাত্র ১৩। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিজ্ঞান শিক্ষার এই হতশ্রী দশা কেন? প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে ইহার মূলে রহিয়াছে এক ধরনের বিজ্ঞানভীতি—যাহার সূত্রপাত স্কুলপর্যায়েই। শিক্ষার্থী শুধু নহে, অভিভাবকদের মধ্যেও এমন একটি বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হইয়াছে যে বিজ্ঞান কঠিন। বিজ্ঞানের কারণে পরীক্ষা খারাপ হইতে পারে। ইহার বাস্তব ভিত্তি থাকুক কিংবা নাই থাকুক, সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানবিমুখতা যে ক্রমবর্ধমান তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানভীতি বা বিমুখতা যাহাই বলা হউক না কেন বিজ্ঞানশিক্ষার এই হতাশাজনক চিত্রটি যেমন আকস্মিক নহে, তেমনি তাহা কেবল একটি উপজেলাতে সীমাবদ্ধ,—এমন মনে করিলেও মস্তবড়ো ভুল হইবে। হাঁড়ির ভাত একটি টিপিলে যেমন বাদবাকি ভাতের খবর জানা যায়, বেলাব উপজেলার ব্যাপারটিও ঠিক তাই। বিজ্ঞানভীতি বা বিমুখতার কারণ হিসাবে এ যাবৎ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিজ্ঞানাগারের অভাবের উপরই অধিক গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। উদ্বেগের বিষয় হইল, যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই অভাব নাই, সেখানকার চিত্রও ভিন্ন নহে। তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মান এবং আন্তরিকতা লইয়াও প্রশ্ন তুলিয়াছেন কেহ কেহ। তাহাদের মতে, স্কুলপর্যায়ে বিজ্ঞানশিক্ষার মান আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হইতেছে। আর ইহার নেতিবাচক প্রভাব পড়িতেছে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে। গলদ যে আছে তাহা লইয়া কোনো দ্বিমত নাই। তবে ঠিক কী কারণে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহে ভাটা পড়িতেছে—তাহা লইয়া জরুরিভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, শিক্ষার্থীরা কোন্ বিষয়টি বাছিয়া লইবে তাহা নির্ভর করে মূলত বাজারের চাহিদার উপর। মনে রাখা আবশ্যক যে, শিক্ষার দূরবর্তী লক্ষ্য যদিও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তোলা; কিন্তু আশু লক্ষ্য হইল কর্মসংস্থান। অতএব, যে-ধরনের শিক্ষায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, শিক্ষার্থীরা সেইদিকেই ধাবিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। বাস্তবেও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। দলে দলে শিক্ষার্থীরা বিশেষ কিছু বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। দেশে সুযোগ না পাইলে সকল বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিদেশে ছুটিয়া যাইতেছে। অতএব, প্রচলিত বিজ্ঞানশিক্ষার সহিত কর্মসংস্থানের সংযোগটা কোনো কারণে শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে কিনা তাহাও বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার। উন্নয়নের পথে এই অগ্রযাত্রাকে ধরিয়া রাখিতে হইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নাই। তবে বিজ্ঞানশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করা না গেলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যে অধরাই থাকিয়া যাইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।